কার্যপত্র

#০৬/২০০৯

TRANSPARENCY INTERNATIONAL
the global coalition against corruption

© Kabir Hossin/2006

যুব সমাজ ও দুর্নীতি

একটি স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ ও মুক্ত দেশ গঠনের গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনে জনগণের অব্যাহত প্রচেষ্টাকে উদ্বুদ্ধ করা। শুরু থেকেই দেশের যুব সমাজকে এসকল উদ্যোগে যুক্ত করলে এবং তাদেরকে এর সক্রিয় অংশীদার বানালে দুর্নীতি, অনিয়ম ও অপব্যবহারের পরিবর্তে নীতি ও সততাভিত্তিক একটি সমাজ গড়ায় সরকারের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অপার সম্ভাবনার দ্বার খুলে যায়।

দুর্নীতির মতো সততাও মানুষ শেখে। দূর্ভাগ্যবশত: অনেক দেশে ধনী ও গরীব এ দুই শ্রেণীর ভেতরেই দুর্নীতি যুগযুগ ধরে সহ্য করা হচ্ছে। বর্তমান বাস্তবতার পরিবর্তন করে এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব তৈরির মাধ্যমে আজকের দিনের নাগরিক এবং ভবিষ্যত নেতৃত্ব হিসেবে একটি দুর্নীতিমুক্ত বিশ্ব গড়ে তুলতে যুব সমাজের হাতে রয়েছে বিপুল সম্ভাবনা। যুব সমাজকে কেন ও কিভাবে দুর্নীতিবিরোধী সংগ্রামে যুক্ত করা যায় এই নিবন্ধ এ ধরনের আলোচনার সূত্রপাত করেছে। যুব সমাজের নেতৃত্বে গ্রহণ করা কার্যকর কার্যক্রম চলমান পরিস্থিতিকে চ্যালেঞ্জ এবং পরিবর্তন সাধন করে সারাবিশ্বে বিদ্যমান দুর্নীতির ইতি টানতে পারে।

সূচিপত্র

১. সারসংক্ষেপ
২. যুব সমাজের সাথে দুর্নীতির সম্পর্ক কী?
৩. তরুণদের সম্পৃক্ত করা
৪. পরিবর্তনের লক্ষ্যে যুব সমাজ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ
৫. উপসংহার

ছাত্র, সক্রিয় কর্মী, নাগরিক, শ্রমিক, ক্রেতা ও ভোটার হিসেবে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে জড়িত থাকার কারণে দুর্নীতি যুব সমাজকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে।

যুব সমাজ ও দুর্নীতি

১. সারসংক্ষেপ

একটা দেশে দুর্নীতি যখন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয় এবং সমাজের মূলে গেঁথে যায় তখন একে দৈনন্দিন জীবনের একটি সমস্যা হিসেবে আলাদা করাটা দুরূহ হয়ে পড়ে। বিদ্যমান দুর্নীতিগ্রস্ত অবস্থা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বয়োজ্যেষ্ঠদের অন্তর্নিহিত স্বার্থ থাকতে পারে নতুবা তারা কখনো বাস্তবায়িত না হওয়া 'পরিবর্তন' এর কথা শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে যেতে পারেন। অন্যদিকে, সাধারণত তরুণরা বৃহত্তর পরিবর্তন সানন্দে গ্রহণ করে এবং এর জন্য কাজ করার ইচ্ছাও তাদের রয়েছে। অভিভাবক, শিক্ষক, রাজনৈতিক নেতা, চাকুরীদাতা, বন্ধুবান্ধব – এরা সবাই তরুণদের জন্য এ ধরনের ভূমিকা পালনের পরিবেশ তৈরি করে থাকে এবং জীবনের 'সঠিক' সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদেরকে ক্ষমতায়িত করে।

বর্তমান সময়ে সমাজে তরুণদের সংখ্যা নগণ্য নয়। সাম্প্রতিক এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় এক পঞ্চমাংশের বয়স ১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে এবং এদের বেশীর ভাগেরই বসবাস উন্নয়নশীল দেশে।[১] তবে পনেরো বছরের নীচের ছেলেমেয়েকে যখন এই এক-পঞ্চমাংশের সাথে যুক্ত করা হয় তখন তা উন্নয়নশীল দেশে গিয়ে দাঁড়ায় ৬০ শতাংশে এবং শিল্পোন্নত দেশে প্রায় ৩০ শতাংশে।[২] এ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি বৈশ্বিক যুদ্ধ গড়ে তুলতে এবং সামাজিক পরিবর্তনের জন্য বর্তমান যুবশক্তিই যথেষ্ট। যুব সমাজের নেতৃত্ব ছাড়া কোন ধরনের দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কষ্টসাধ্য হবে।

টিআই'এর গ্লোবাল করাপশান ব্যারোমিটার (২০০৯) জরিপে অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তরুণ সমাজকে সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসহ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিভিন্ন কাজে বারবার ঘুষ দিতে হয়েছে।

২. যুব সমাজের সাথে দুর্নীতির সম্পর্ক কী?

ছাত্র, সক্রিয় কর্মী, নাগরিক, শ্রমিক, ক্রেতা ও ভোটার হিসেবে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে জড়িত থাকার কারণে দুর্নীতি যুব সমাজকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে।[৩] অন্যান্য গোষ্ঠির চেয়ে তাদের সংখ্যা; বিভিন্নমুখী ভূমিকা; রাষ্ট্র ও সমাজের সাথে কাজকর্মের সম্পর্ক অত্যধিক হওয়াতে যুব সমাজকে বেশিমাত্রায় ঘুষ লেনদেনের মুখোমুখি হতে হয়। টিআই'এর গ্লোবাল করাপশান ব্যারোমিটার (২০০৯) এ নিত্যনৈমিত্তিক দুর্নীতির ঘটনা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, জরিপে অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তরুণ সমাজকে (৩০ বছরের কম বয়সী) বিভিন্ন কাজে বারবার ঘুষ দিতে হয়েছে। জরিপকৃত ৬৯টি দেশের ১৬ ভাগ তরুণকে গত এক বছরে অন্তত একবার হলেও ঘুষ দিতে হয়েছে।[৪]

দুর্নীতির কারণে সৃষ্ট আর্থিক অপব্যয় কর্মসংস্থানের প্রবৃদ্ধি হ্রাস করতে পারে এবং তরুণদের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ের চাকুরিই তখন দুর্লভ হয়ে পড়ে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা অনুযায়ী, বিশ্বের মোট বেকারের মধ্যে ৪০% হচ্ছে তরুণ। অন্যদিকে আবার, কর্মজীবীর মধ্যে ২৫% হচ্ছে তরুণ।[৭]

সরকারি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করতে গিয়ে তরুণরা প্রায়ই দুর্নীতির সম্মুখীন হন। তাদেরকে বিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য, পরীক্ষায় পাশের জন্য ও চাকুরি পাওয়ার জন্য "ঘুষ" দিতে বাধ্য করা হয়ে থাকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় - টিকে থাকার তীব্র প্রতিযোগিতায় অন্যকে হারানো এবং জীবনের প্রথম চাকুরি পাওয়ার ক্ষেত্রে "নিত্যনৈমিত্তিক বা ছোটখাটো দুর্নীতি" অন্যতম পূর্বশর্ত হয়ে উঠতে পারে। (পার্শ্ব টিকা দেখুন)

সমাজে অসম উন্নয়ন, অসমতা এবং দারিদ্র বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রায়শই দুর্নীতি এর অন্যতম কারণ ও লক্ষণ। সারা বিশ্বে প্রায় ৫০০ মিলিয়ন তরুণের প্রতিদিনের আয় দুই মার্কিন ডলারেরও কম।[৫] দুর্নীতি উন্নয়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থকে অন্য খাতে প্রবাহিত করে, মৌলিক সেবা প্রদানে সরকারের সামর্থ কমিয়ে দেয় এবং অসমতা ও অবিচার বাড়ায় এবং অনুদান ও বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করে।[৬] এই অবস্থা সম্ভাবনাময় তরুণ প্রজন্মকে ব্যক্তিগত উন্নয়ন এবং নাগরিক হিসেবে সমাজকে সাহায্য করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে।

এ পরিস্থিতিকে চ্যালেঞ্জ করতে প্রয়োজন তরুণ সমাজের আন্দোলন। নির্ভীকভাবে সোচ্চার কণ্ঠে প্রতিবাদ করা থেকে শুরু করে নাগরিক আন্দোলন গড়ে তোলা এবং সামাজিক সমস্যাগুলোকে তুলে ধরতে তরুণরা সবসময়েই পরিবর্তনের পক্ষশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। তাদের কর্মশক্তি, সক্ষমতা, উদ্ভাবনী শক্তি ও আশাবাদী হওয়ার ক্ষমতা সমাজ পরিবর্তনে নেতৃত্ব দিয়েছে। তরুণরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শ্রমবাজার থেকে শুরু করে পরিবেশ, বাণিজ্য সম্পর্ক ও বৈশ্বিক সুশাসন সংক্রান্ত বিষয় পর্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী কর্মসূচি গ্রহণ এবং এগুলো বাস্তবায়নে নতুন- নতুন পন্থা অবলম্বনের আহ্বান জানাচ্ছে।

তথাপি, দুর্নীতি তরুণদের সব উদ্যোগে অন্যতম প্রধান একটি বাধা হিসেবে কাজ করছে।[৮] তরুণ সমাজ ও যুব সংগঠনগুলোকে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমের সাথে আরো দৃঢ়ভাবে যুক্ত করতে পারলে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর এবং সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতি পরিবর্তনের অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে।

৩. তরুণদের সম্পৃক্ত করা

সব রকম দুর্নীতি যেমনঃ ঘুষ, প্রতারণা, গোপন চুক্তি ও পৃষ্ঠপোষকতার বিরুদ্ধে সত্যিকার পদক্ষেপ হিসেবে তরুণ সমাজকে 'দুর্নীতিকে না' বলার জন্য তৈরি করা হবে প্রধান উদ্যোগ। তাদেরকে সম্পৃক্ত করতে পারাই যথেষ্ট নয় তবে তা দুর্নীতি দমনে অত্যন্ত জরুরি একটা পদক্ষেপ।

সততা, গণতন্ত্র ও স্বচ্ছতার মূল্যবোধের শিক্ষায় শিক্ষিত ও তৈরিকৃত নতুন প্রজন্ম হচ্ছে দুর্নীতিমুক্ত ভবিষ্যত গড়ে তোলার অন্যতম একটি শক্তিশালী মাধ্যম যেখানে দুর্নীতিকে দৈনন্দিন জীবনের অংশ বলে ধরে নেওয়া হবে না। আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক এ দু'টো শিক্ষাই এই লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা রাখতে পারে। পাশাপাশি এ শিক্ষা দু'টো দুর্নীতি নিয়ে মানুষের মধ্যে বিদ্যমান প্রচলিত ধ্যান-ধারণা ও চর্চা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে তরুণদের ভূমিকা ও স্বার্থ পরিবর্তনের কাজে ব্যবহার করা উচিত।[৯]

প্রায়শই টিআই এর ন্যাশনাল চ্যাপ্টারসমূহ এবং অন্যান্য দুর্নীতিবিরোধী সহযোগী সংগঠনগুলোর উদ্যোগে তরুণ সমাজ যে ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে তা এটি প্রমাণ করে, তারা এ কাজে সক্রিয়ভাবে যোগ দিতে পারে এবং দীর্ঘস্থায়ী ও ইতিবাচক পরিবর্তনের ভিত্তি গড়ে তুলতে পারে (পার্শ্ব টিকা দেখুন)। প্রতিটি দেশে দুর্নীতিবিরোধী কাজে তরুণদের অংশগ্রহণ সেদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের ওপর নির্ভর করবে। এই প্রেক্ষাপটই নির্ণয় করে দিবে যে, সমাজের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রের ও কীভাবে তরুণরা সমস্যা চিহ্নিত করবে এবং সততা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার সমাধান তুলে ধরবে। দুর্নীতিবিরোধী এসকল উদ্যোগ গ্রহণে যুব পরিষদ, যুব সংগঠনসহ ব্যক্তি পর্যায়েও তরুণরা প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদান করবে এবং আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক এবং জাতীয় ও স্থানীয়ভাবে গৃহীত দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে বিভিন্ন উপায়ে অবদান রাখবে।

৪. পরিবর্তনের লক্ষ্যে যুব সমাজ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ

তরুণ সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রধান অনুঘটক হিসেবে কাজ করতে পারে। কোন একটা চলমান উদ্যোগে যোগ দিয়ে অথবা নতুন কোন উদ্যোগে সক্রিয় হয়ে দুর্নীতিবিরোধী কাজে অগ্রগতি ঘটানো সম্ভব। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, তরুণরা গবেষণা ও জরিপ; নির্বাচন পর্যবেক্ষণ; বিদ্যালয়ে নৈতিকতা ও দুর্নীতি বিষয়ক আলোচনা; ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যবোধের

"পরিবর্তনের অনুঘটক হিসেবে তরুণদের সম্পর্কে জনগণের মধ্যে ইতিবাচক চিন্তা গঠনের কোন উপায় খুঁজে না পেলে আমরা তরুণদের জন্য ক্ষতির কারণ হব। তরুণদের সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করা ভালো যাদের জীবনধারণ পদ্ধতি এবং সমাজ পরিবর্তন অত্যাবশ্যকীয়।"[১০]

- ক্যারেন পিটম্যান, সিইও, ফোরাম ফর ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট

তরুণদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে উদ্যোগ

বিভিন্ন যুব সংগঠন দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সম্পৃক্ত হতে এগিয়ে এসেছে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার অন্যতম প্রধান সাহায্যকারী হিসেবে এ সংগঠনগুলো তরুণ সমাজকে দুর্নীতি ও অনিয়ম প্রতিরোধে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনীয় কর্ম কাঠামো গঠনের প্রাথমিক কাজে সাহায্য করে থাকে।

উদাহরণ হিসেবে, লাতিন আমেরিকার আইবেরো-আমেরিকান ইয়ুথ অর্গানাইজেশন এর কথা বলা যায় যা কিনা বিভিন্ন ইস্যুর ওপর তরুণদের নিয়ে কাজ করার একটি বৃহৎ প্ল্যাটফরম। এটি স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সততা ও অংশগ্রহণকে তরুণদের জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

দুর্নীতি ইস্যুটিকে অনান্য অঞ্চলের সামনে নিয়ে আসতেও তরুণ-নেতৃত্বের কার্যক্রমগুলো জোর দিয়ে থাকে। পাপুয়া নিউগিনিতে ইয়ুথ এগেইনস্ট করাপশন এসোসিয়েশন তরুণদের ক্ষমতায়িত করার জন্য কাজ করছে। যাতে তারা নিজেদের অধিকার সংরক্ষণ করতে পারে এবং দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে গড়ে উঠে।[১১]

গুরুত্ব বিষয়ক আলোচনা; এবং রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যুব সংগঠন প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত কাজে অংশ নিয়ে দুর্নীতিবিরোধী উদ্যোগে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করতে পারে।

প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তরুণদের অগ্রাধিকারভিত্তিক কাজ সম্পর্কে জানা এবং এগুলো বাস্তবায়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী সংগঠনগুলো তাদেরকে কতখানি সাহায্য করতে পারে তা বোঝা জরুরি। এক্ষেত্রে দুর্নীতি, সততা ও স্বচ্ছতার মতো প্রধান ইস্যু সম্পর্কে তরুণ সমাজের ধারণা ও জ্ঞানের পরিধি জানতে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে যুব সংগঠনগুলোর সাথে যৌথ উদ্যোগে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে।

তরুণদের অগ্রাধিকারগুলো যখন চিহ্নিত হয়ে যায় তখন দুর্নীতির যে বিষয়গুলো তাদের জীবনের লক্ষ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে অবশ্যই বিভিন্ন কর্মসূচি পরিকল্পনা ও গ্রহণ করতে হবে। তরুণদের কতটা ভালভাবে সমবেত এবং সম্পৃক্ত করা যায় তা নিয়ে 'তরুণদের যুক্ত করার ধাপ'সহ (নিচের ছক দেখুন) বিভিন্ন মডেল বা তত্ত্ব রয়েছে যা কিনা উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে নির্দেশনা দানে সাহায্য করতে পারে।[১২] বেশ কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় এ্যাডভোকেসি কর্মী ও গবেষক 'তরুণ সম্পৃক্ততা এবং কমিউনিটি ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট' ছকটি প্রবর্তন করেন – যা কিনা বিভিন্ন গোষ্ঠিসহ তরুণ সমাজ দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে কীভাবে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন এবং অগ্রগতি নিয়ে আসে তার একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরে।[১৩]

তরুণদের যুক্ত করার ধাপ

কাজের ক্ষেত্র →	উন্নয়ন →		সমষ্টিগত ক্ষমতায়ন →	ব্যবস্থাগত পরিবর্তন →
তরুণ সেবা এ্যাপ্রোচ	**যুব উন্নয়ন**	**তরুণ নেতৃত্ব**	**নাগরিক সম্পৃক্ততা**	**তরুণদের সংগঠিত করা**
যেসব মূল খাতের (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, পুলিশ ও রাজনৈতিক দল ইত্যাদি) দুর্নীতি তরুণদের ক্ষতিগ্রস্ত করে তার প্রতিরোধের ওপর আলোকপাত করে কর্মসূচি গ্রহণ করা।	নৈতিকতা, সততা ও স্বচ্ছতা বিষয়ে তরুণদের ব্যক্তি পর্যায়ের উন্নয়নে সাহায্য-সহযোগিতা ও সুযোগ সৃষ্টির জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা। তরুণ ও প্রাপ্তবয়স্কদের অংশীদারীত্বে এবং যুব সংগঠনগুলোর মধ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষামূলক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে এ ধরনের উদ্যোগ পরিচালনা করা যেতে পারে।	তরুণ নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণমূলক দক্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা। যেমন: বিদ্যালয়ের বাধ্যতামূলক পাঠ্যসূচীর অংশ হিসেবে নৈতিকতার বিষয়ে শিক্ষা কোর্স চালু করা। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমেও তা দেওয়া যাবে।	সমাজ পরিবর্তনের এজেন্ট হিসেবে একটি সমষ্টিগত পরিচয় তুলে ধরতে রাজনৈতিক শিক্ষা, এ্যাডভোকেসি, ও জনসচেতনতা সৃষ্টিমূলক কার্যক্রমে তরুণদের সম্পৃক্ত করা। এ কাজগুলো হতে পারে: সেবা প্রদান কাজ পরিবীক্ষণ, নিরপেক্ষ ও মুক্ত নির্বাচন তদারকি, এবং বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদে অংশগ্রহণ।	সংগঠিত করার উদ্যোগে ও দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম বাস্তবায়নে এবং পরিচালনা পর্ষদের অপরিহার্য সদস্য হিসেবে তরুণদের সম্পৃক্ত করা। যেমন: নিজেদের গোষ্ঠি বা এলাকার মধ্যে দুর্নীতি ঘটনার প্রতিবেদন করতে নাগরিক স্বেচ্ছাসেবক গ্রুপ গঠনের মাধ্যমে এবং দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ক্যাম্পেইন আয়োজনের মাধ্যমে তরুণদের সমবেতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়।

এ ছকটি সাধারণত একটি সামাজিক বা রাজনৈতিক সমস্যার ব্যবস্থাগত পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে কীভাবে তরুণদের সম্পৃক্ত করা যায় তার সনাতনী উপায় নির্দেশ করে (পার্শ্ব টিকা দেখুন)। সম্পৃক্ততার বিভিন্ন এ্যাপ্রোচ সাংগঠনিক অথবা স্থানীয় পর্যায়ে প্রভাব বিস্তারের চারটি পর্যায়ক্রমিক ধাপ কীভাবে সমানভাবে অবদান রাখতে পারে তা অনুধাবন করতে সাহায্য করে। প্রভাব বিস্তারের

দুর্নীতি দমন ও সততা বিষয়ে সংস্কার সাধনের চাহিদা সৃষ্টি

তরুণদের দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে সম্পৃক্ততা ও উন্নয়নের ওপর আলোকপাত করার উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজ পরিবর্তন এবং জনগণকে সমবেত করার ক্ষেত্রে তরুণ সমাজ যাতে মূল ভূমিকা পালন করে। দুর্নীতি হ্রাস এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য তরুণদের মধ্যে চাহিদা সৃষ্টি করাই হচ্ছে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রধান চ্যালেঞ্জ। এক্ষেত্রে পরিবর্তন আনার জন্য (যেমন: সরকারি নীতি ও সংস্কার তৈরির মাধ্যম) এবং চাহিদা সৃষ্টি সংক্রান্ত (যেমন: সংস্কারের জন্য আহ্বান করা) কার্যক্রম পরিচালনা করা দরকার।

চাহিদা সৃষ্টিকারী এ্যাপ্রোচগুলোর লক্ষ্য হলো সুশীল সমাজকে সম্পৃক্ত করা, তা সে তরুণ প্রজন্ম হোক বা অন্য সামাজিক সংঘ হোক। যা কিনা সুশীল সমাজের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি এবং শাসন প্রক্রিয়া অনুধাবন করতে একটি বৃহৎ পরিসরে কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

যখন প্রভাব যাচাই প্রায়োগিক দিক থেকে কঠিন হয়ে পড়ে তখন এসব কার্যক্রমের গৌণ প্রভাবকসমূহ অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, ব্যাপকভিত্তিক তথ্য পাওয়ার অধিকার, আরও ভালো সরকারি নীতি এবং মানসম্পন্ন সরকারি সেবাকে প্রায়ই অন্তর্ভুক্ত করে (গুণগত ও সংখ্যাগত দিকের বিবেচনায়)[১৫]

চারটি পর্যায়ক্রমিক ধাপ হচ্ছে : কাজের ক্ষেত্র, উন্নয়ন, সমষ্টিগত ক্ষমতায়ন ও ব্যবস্থাগত পরিবর্তন (পার্শ্ব টিকা দেখুন)।[১৪] যে উদাহরণগুলো দেওয়া হয়েছে সেগুলো দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন থেকে নেওয়া এবং তরুণ সম্পৃক্ততার পাঁচটি ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কিত : তরুণ সেবা এ্যাপ্রোচ, যুব উন্নয়ন, তরুণ নেতৃত্ব, নাগরিক সম্পৃক্ততা এবং তরুণদের সমবেত করা। এর মধ্যে কয়েকটি একটি আরেকটির সাথে মিলে যায়। প্রতিটির বিস্তারিত বর্ণনা পূববর্তী পৃষ্ঠার টেবিলে দেওয়া হলো।

তরুণ সেবা এ্যাপ্রোচ

দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে কেন তরুণদের সম্পৃক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝার জন্য একটি গঠনমূলক তত্ত্বীয় ও নৈতিক কাঠামো তৈরির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা দরকার। উদাহরণস্বরূপ : দুর্নীতির নেতিবাচক প্রভাব এবং এর কারণে অপচয় সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি করতে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রচারাভিযান শুরু করা। চারপাশে সংঘটিত দুর্নীতি এবং কীভাবে এই দুর্নীতি সন্তানদের জীবন ক্ষতিগ্রস্ত করে সেই বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে এ কাজটি অভিভাবকদের সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে পরিচালিত হতে পারে।

অধিকন্তু, দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে তরুণদের সম্পৃক্ত করতে একটি প্ল্যাটফরম তৈরি করা যেতে পারে। লেবাননের 'ইয়ুথ চার্টার অন কমব্যাটিং করাপশন'-এ এমন একটি অঙ্গীকারের কথা উল্লেখ রয়েছে যে – "আমরা তরুণরা ভোট কেনা, অথবা আইনী প্রক্রিয়ার সাহায্যে ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষার মাধ্যমে নির্বাচনে যে দুর্নীতি হয় তা প্রতিহত করার প্রতিজ্ঞা করছি।"[১৬]

তরুণ সেবা এ্যাপ্রোচের আরেকটা কার্যক্রম চলতে পারে যা দুই স্তরের একটি প্রক্রিয়া। সমস্যাগুলো বোঝার জন্য প্রাথমিক একটি জরিপ চালিয়ে পরবর্তীতে এর ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে আরো গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে (যেমন: যুব উন্নয়ন এ্যাপ্রোচ)। লিথুয়ানিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়াসহ (পার্শ্ব টিকা দেখুন) আরো কয়েকটি দেশ এ এ্যাপ্রোচ ব্যবহার করেছে। সেসব দেশ জরিপের ফলাফল অন্তর্ভুক্ত করে একটি পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করেছে যা ছাত্রছাত্রীদের দুর্নীতি, নৈতিকতা ও সততা সম্পর্কে ধারণা বাড়াতে সাহায্য করে।

যুব উন্নয়ন

শুধুমাত্র দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম গ্রহণ এবং তরুণদের সেবাদানের দিকে আলোকপাত করার চেয়ে 'যুব উন্নয়ন এ্যাপ্রোচ' তরুণদের জন্য বিবিধ সুযোগ তৈরির দিকে নজর দেয়।[১৭] আর এ এ্যাপ্রোচের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে – তরুণদের মধ্যে দুর্নীতি দমনের প্রত্যয় গড়ে ওঠার সময় তাদের সাথে সম্পৃক্ততা শক্তিশালী এবং তাদের ব্যক্তিগত উন্নয়নকে উৎসাহিত করা। এ কাজটি আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে করা যেতে পারে পরবর্তীতে যা কিনা অন্যান্য মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যায়।

টিআই ইটালি এই এ্যাপ্রোচ অনুসরণ করে 'মাই চয়েস' কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য করা এ কর্মসূচির লক্ষ্য হলো শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তরুণদের উপযুক্ত করে তোলা। এটি আইনের শাসন, সমান সুযোগ, নৈতিকতা, ন্যায়বিচার, মানবাধিকার ও পরিবেশ সুরক্ষার মতো

কোরিয়ার 'যুব সততা' প্রচারণা

দক্ষিণ কোরিয়ার টিআই'র ন্যাশনাল চ্যাপ্টার দুর্নীতি ও নৈতিকতার বিষয়ে স্কুলছাত্রদের মতামতের পরিবর্তন তুলে ধরা এবং পর্যবেক্ষণ করার জন্য 'যুব সততা সূচক' প্রবর্তন করেছে।

এ চ্যাপ্টার ২০০১ সাল থেকে এ পর্যন্ত যুব সততার চারটি ধারার ওপর আলোকপাত করে সাতটি জরিপ পরিচালনা করেছে। ধারাগুলো হচ্ছে : মূল্যবোধ ও নৈতিকতা, ভাল-খারাপ নির্ণয় করার ক্ষমতা, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা, দুর্নীতির প্রতি সহনশীলতা। ছাত্রদের প্রশ্ন করা হয় : "সৎ হওয়ার চেয়ে ধনী হওয়া কি বেশি গুরুত্বপূর্ণ?" অথবা "ভাল নম্বর পাওয়ার জন্য শিক্ষককে কিছু উপহার দেওয়া কি ভাল?"

দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউল ও কিয়ুঙ্গী প্রদেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য এই জরিপের ফলাফল ব্যবহার করে দুর্নীতিবিরোধী পাঠ্যসূচি তৈরি করা হয়েছে।

২০০৮ সালে আঞ্চলিক পর্যায়ে তরুণদের ধারণার একটি তুলনামূলক চিত্র পাওয়ার জন্য বাংলাদেশ, ভারত ও মঙ্গোলিয়াতেও 'যুব সততা সূচক' জরিপ পরিচালনা করা হয়।

লিথুয়ানিয়ায় দুর্নীতিবিরোধী উদ্যোগে তরুণদের অংশীদারীত্ব

লিথুয়ানিয়ায় টিআই'এর ন্যাশনাল চ্যাপ্টার অতীতে লিথুনিয়ান স্টুডেন্ট ইউনিয়ন এসোসিয়েশন এর সাথে সহযোগিতার ভিত্তিতে দেশব্যাপী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সততা উন্নয়নের কাজ করেছিল।

এ চ্যাপ্টার সেখানে ছাত্র নেতাদের সততা ও জবাবদিহিতার ওপর প্রশিক্ষণ-সেমিনারেরও আয়োজন করেছে এবং রাজধানীসহ অন্যান্য শহরের বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে বক্তৃতারও আয়োজন চালিয়ে যাচ্ছে।

তাছাড়াও সিভিল সোসাইটি ইনস্টিটিউট, সেন্টার ফর মডার্ন ডিডাকটিক্‌স, রিপাবলিকা স্টুডেন্টস করপোরেশন ও ক্যাফে ব্যাবেল লিথুয়ানিয়া-র মতো নাগরিক সংগঠনগুলোর সাথেও টিআই-লিথুয়ানিয়া সহযোগিতার ভিত্তিতে যুব উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ করেছে।

তরুণদের প্ল্যাটফরমের (বৈশ্বিক, আঞ্চলিক ও জাতীয়) সাথে অন্যান্য এ্যাপ্রোচের সম্মিলিত শক্তি দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম এবং একটি সম্মিলিত আন্দোলনের জন্য একটি ব্যাপকভিত্তিক সহযোগিতার সম্পর্ক সৃষ্টিতে সাহায্য করতে পারে। যা কিনা সমাজে জনসম্পৃক্ততা এবং সততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত করতে দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করে।

বিষয়গুলোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য ছাত্রছাত্রীদের ক্ষমতায়িত হওয়ার ওপর আলোকপাত করে থাকে।

আরেকটি উদাহরণে দেখা যায়, আর্জেন্টিনার জাতীয় দুর্নীতি দমন সংস্থা দুর্নীতি বিষয়ে মতামত জানতে তরুণদের ওপর একটি জরিপ চালায় (যেমন: তরুণ সেবা এ্যাপ্রোচ)। এ জরিপের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে – দুর্নীতিবিরোধী বিষয়ে শিক্ষিত হওয়া সংক্রান্ত একটি বই প্রকাশ করা। সেখানকার উচ্চ বিদ্যালয়ের 'নৈতিকতা ও নাগরিক শিক্ষা' শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য আবশ্যিক পাঠ্যতালিকায় এ প্রকাশনাটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[১৮]

তরুণ নেতৃত্ব

'তরুণ নেতৃত্ব' এ্যাপ্রোচটি প্রায়ই 'যুব উন্নয়ন' এ্যাপ্রোচের কিছু উপাদান অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু এ এ্যাপ্রোচের কার্যক্রমসমূহ দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনে এবং নিজস্ব এলাকার মধ্যে নেতৃত্ব দানের জন্য জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তরুণ নাগরিকদের ক্ষমতায়িত করে। উদাহরণস্বরূপ, নিজস্ব এলাকার মধ্যে স্বচ্ছতা ও সুশাসন সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণে তরুণ সমাজের ভূমিকাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য বিশ্ব ব্যাংক একটি অনলাইন প্রশিক্ষণ চালু করে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল এর লিথুয়ানিয়া ও লেবানন চ্যাপ্টারে এবং কলোম্বিয়ার একটি দুর্নীতিবিরোধী যুব সংগঠনও একই রকমের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করে।

এছাড়াও তরুণ নেতৃত্ব শিক্ষণ সূচিতে দুর্নীতিবিরোধী শিক্ষণ মোডিউলগুলো পর্যাপ্তভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা তা পর্যালোচনা ও যাচাইয়ের জন্য এই এ্যাপ্রোচটি অনুসরণ করা যেতে পারে। যেখানে যথেষ্ট ও যথাযথ জাতীয় পর্যায়ের কার্যক্রম নেই সেখানে বিদ্যালয়ে ও এলাকা পর্যায়ে দুর্নীতিবিরোধী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুসরণ করা উচিত। দুর্নীতিবিরোধী ইস্যুর ওপর 'তরুণ নেতৃত্ব' গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আলোকপাত যুব সংগঠনগুলোর কার্যক্রম এবং সনদে স্বচ্ছতা ও সততা অন্তর্ভুক্ত করাও নিশ্চিত করতে পারে।

নাগরিক সম্পৃক্ততা

নাগরিকদের সম্পৃক্ত করা যখন লক্ষ্যতখন দুর্নীতি প্রতিরোধে তরুণদের ভূমিকা আরো জোরদার করতে হবে এবং অন্যান্য এ্যাপ্রোচ থেকেও উপাদান নেওয়া যেতে পারে যা ইতোমধ্যে আলোচিত হয়েছে। দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম এবং যুব সংগঠনগুলোর মধ্যে দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যম ও সক্ষমতা উন্নয়নের যৌথ উদ্যোগসমূহ তরুণদের দেশের ও সমাজের রাজনৈতিক ও নাগরিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হতে বৃহৎ পরিসরের সহযোগিতার ক্ষেত্র উন্মোচনে গতি সঞ্চার করতে পারে। উদাহরণ হিসেবে টিআই বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের কথা বলা যায়। বাংলাদেশ চ্যাপ্টার তরুণদের দুর্নীতি প্রতিরোধে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে 'ইয়ুথ এনগেইজমেন্ট এন্ড সাপোর্ট (ইয়েস)' কর্মসূচির আওতায় কাজ করার জন্য আহ্বান জানায়। ইয়েস কর্মসূচির আওতায় তারা স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকার তার প্রতিজ্ঞা পূরণ করছে কিনা তা পরিবীক্ষণ করে থাকে। দুই হাজারেরও বেশিসংখ্যক তরুণ ৫২টি ইয়েস গ্রুপের মাধ্যমে স্থানীয় ও রাজধানী পর্যায়ে হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি অফিসে দুর্নীতির কারণে সেবাদান ব্যাহত হচ্ছে কিনা তা তদারকি করছে।

ইউরোপীয় ও লাতিন আমেরিকার যুব ফোরাম এবং অন্যান্য আঞ্চলিক নেটওয়ার্কের মতো তরুণদের প্ল্যাটফরমগুলো জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের এ ধরনের দুর্নীতিবিরোধী উদ্যোগে

সদস্য-সংগঠনসমূহের মধ্যে যোগসূত্র তৈরিতে সাহায্য করতে পারে। এই সম্মিলিত শক্তি তরুণদের একটি ব্যাপকভিত্তিক সহযোগিতার সম্পর্ক সৃষ্টিতে এবং একইসাথে জনসম্পৃক্ততার মাধ্যমে পরিবর্তনের লক্ষ্যে একটি সম্মিলিত আন্দোলন গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে।

তরুণদের সংগঠিত করা

এ এ্যাপ্রোচের উদ্দেশ্য হলো সরকার, বেসরকারি খাত, সুশীল সমাজ ও আন্তর্জাতিক সংগঠনসহ সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের এবং বিভিন্ন খাতের পরিবর্তনের পক্ষের ভূমিকা পালনকারীদের সাথে অংশীদারিত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং জোট গঠন করা। তরুণদের সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং সমাজের টেকসই উন্নয়নকে মাথায় রেখে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে, বাংলাদেশে তরুণ স্বেচ্ছাসেবকদের সংগঠিত করা এটাই প্রমাণ করে যে, যেখানে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে তরুণসমাজ নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালনে সম্পৃক্ত ও উৎসাহিত হয় সেখানে নাগরিক সম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম 'তরুণদের সংগঠিত করা এ্যাপ্রোচ' -কে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে ।

অন্যান্য দেশের তরুণদের স্বেচ্ছাসেবক গ্রুপসমূহও দুর্নীতি প্রতিরোধে এবং সমাজের উন্নয়নে নেতৃত্ব দানে এবং নিজেদেরকে সংগঠিত করার কাজে সফলতা অর্জন করেছে। যেমন: লাইবেরিয়াতে টিআই এর যোগাযোগকারী সংস্থা সেন্টাল (CENTAL – www.cental.org) সারাদেশের তিনটি প্রদেশে স্থানীয় তরুণ স্বেচ্ছাসেবক দ্বারা পরিচালিত 'ইন্টিগ্রিটি ক্লাব' চালু করেছে। ক্লাবের সদস্যরা স্থানীয় পরিবীক্ষণকারী হিসেবে দুর্নীতি সংক্রান্ত ঘটনা (যেমন: সরকারি সেবা দানে ব্যর্থতা, ঘুষ, নির্বাচনী কারচুপি ইত্যাদি) এবং জনগণের চাহিদাসমূহ তুলে ধরার মাধ্যমে সরকারের কাছে এর সমাধান চায়। পরিশেষে বলা যায়, আরমেনিয়া ও লেবাননসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে টিআই বিভিন্ন দেশে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বীতা এবং রাজনৈতিক প্রচারণা তদারকি করতে তরুণ স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে কাজ করছে।

৫. উপসংহার

দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম সফল করার অত্যাবশকীয় উপাদান হলো যুব সমাজ। তারা দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রতিনিধি হিসেবে আজকের সমস্যাকেও ছাড়িয়ে আগামীর সমাধান দেখতে পায়। তারা দুর্নীতি প্রতিরোধ করতে স্বচ্ছতা, নৈতিকতা, সততা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

তরুণদের ক্ষেত্রে, দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনে এ ধরনের দায়িত্ব গ্রহণ করা হচ্ছে বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক, পরিবেশ সংক্রান্ত এবং সাংস্কৃতিক সমস্যাসমূহ তুরে ধরার একটি পথ। প্রায়শই এসব সমস্যার গোঁড়ায় থাকে দুর্নীতি এবং এটি স্থানীয়, জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে পরিবর্তনে আনার ক্ষেত্রে তরুণ সমাজকে বাধা দেয়।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে দুর্নীতিবিরোধী বিষয়টি এবং যুব আন্দোলনকে এক করতে পারলে এ দু'টো ক্ষেত্রকেই আরো শক্তিশালী করার সুযোগ তৈরি হবে। তারপরও এ দু'টো ক্ষেত্রকে চিহ্নিত ও শক্তিশালী করার দৃঢ় অঙ্গীকার উল্লেখিত সম্মিলিত এ্যাপ্রোচসমূহের বাস্তবায়নে প্রয়োজন হবে। আমাদের হাতে সুযোগ রয়েছে – এখন সবার এ সুযোগ কাজে লাগানো উচিত।

TRANSPARENCY INTERNATIONAL
the global coalition against corruption

যুব সমাজ ও দুর্নীতি

ইউরোপিয়ান ইয়ুথ ফোরামের সহযোগিতায় টিআই সেক্রেটারিয়েট এর পলিসি ও রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট এই কার্যপত্রটি প্রস্তুত করেছে। খসড়া কার্যপত্র প্রস্তুত করেছেন আলফ্রেড ব্রিদি, আনা কারবালো, ক্লেভডিজা সারনিলোগার, ক্রেইগ ফেগান, আনদ্রেজ হারনানদেজ এবং আনা থাইয়েনথাল।

সমপর্যায়ভুক্ত হিসেবে পর্যালোচনা করেছে: দ্যা লিথুয়ানিয়ান ইয়ুথ কাউন্সিল, টিআই বাংলাদেশ, টিআই ইতালি, টিআই লিথুয়ানিয়া, টিআই পাপুয়া নিউগিনি, টিআই ভানুয়াতু, ইউএনডিইএসএ, দ্যা ওয়ার্ল্ড এলায়েন্স অব ওয়াইএমসিএ ও ওয়ার্ল্ড ব্যাংক।

টিআই'র দুর্নীতিবিরোধী উদ্যোগ সম্পর্কে জানতে লগ অন করুন: www.transparency.org

এই কার্যপত্রটি এবং অন্যান্য সিরিজ সম্পর্কে আরও জানতে টিআই সেক্রেটারিয়েট এর ক্রেইগ ফেগান এর সাথে যোগাযোগ করুন:
TI-Secretariat:
plres[at]transparency.org

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল

ফোন
+৪৯-৩০-৩৪৩৮২০ -০
ফ্যাক্স
+৪৯-৩০-৩৪৭০৩৯ -১২

ইন্টারন্যাশনাল সেক্রেটারিয়েট
অল্ট মোয়াবিট ৯৬
১০৫৫৯ বার্লিন
জার্মানী

তথ্যসূত্র

১. সর্বশেষ জাতিসংঘের উপাত্তগুলো ২০০৭ থেকে নেওয়া। দেখুন: ইউনাইটেড নেশনস ডিপার্টমেন্ট অব ইকোনমিকস্ এন্ড সোশ্যাল অ্যাফেয়ারস, ইয়ুথ ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট ২০০৭ (নিউইয়র্ক: ইউএন ২০০৭)।

২. উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে উপাত্ত ৫০-৬০% এর মধ্যে। দেখুন: আর. নুজেন্ট, ইয়ুথ ইন এ গ্লোবাল ওয়ার্ল্ড (ওয়াশিংটন, ডিসি: পপুলেশন রেফারেন্স ব্যুরো, ২০০৬)। আরও দেখুন, পপুলেশন রেফারেন্স ব্যুরো। ২০০৮ বিশ্ব জনসংখ্যা ডেটা শিট (ওয়াশিংটন, ডিসি: পপুলেশন রেফারেন্স ব্যুরো, ২০০৮)। *www.prb.org/pdf08/08WPDSEng.pdf*। এখানে এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ যে কাদেরকে 'তরুণ' হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তবে তা অঞ্চল ও দেশভেদে বিভিন্ন হতে পারে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী ১৫-৩০ বছর বয়সী সকলকে তরুণ হিসেবে বিবেচনা করা হয় (*http://europa.eu*)। জাতিসংঘ ২৪ বছর পর্যন্তকে তরুণ এবং ইউরোপিয়ান ইয়ুথ ফোরাম, যেটা কিনা জাতীয় ইয়ুথ কাউন্সিল এবং আর্ন্তজাতিক বেসরকারি সংস্থার ক্ষেত্রে সবচাইতে বড় প্ল্যাটফরম – তারা ৩৫ বছর বয়স পর্যন্ত তরুণ হিসেবে বিবেচনা করে।

৩. দেখুন ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, ইয়ুথ এন্ড গুড গভর্নেন্স। ওয়েবসাইটে ১৭ আগস্ট ২০০৯ থেকে পাওয়া যাচ্ছে। *http://web.worldBank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/WBIPROGRAMS/PSGLP/O,,contentMDK:20282819~menuPK:461615~pagePK:64156158~piPK:64152884~thesitePK:461606,00.htm#RoleofYouth*

৪. জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে তরুণদের প্রতিনিধিত্ব ৩০%। অন্যান্যের মধ্যে বয়সের শ্রেণীভেদ: ৩০-৫০ বছর ১৩%; ৫১-৬৫ বছর ৮% এবং এর উর্ধ্বের হার ৪%। দেখুন: টিআই, গ্লোবাল করাপশন ব্যারোমিটার, ফুল জিসিবি রেজাল্টস এন্ড "ডেমোগ্রফিকস (১)"। (বার্লিন: টিআই, ২০০৭ এবং ২০০৯)। www.transparency.org/policy research/surveys indices/gcb/2009।

৫. ২০০৫ এর প্রতিবেদন থেকে উপাত্ত নেওয়া। দেখুন: ইউএন, ওয়ার্ল্ড ইয়ুথ রিপোর্ট ২০০৫ (নিউ ইয়র্ক: ইউএন, ২০০৫)। www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=16091&Cr=hiv&Cr1=aids |

৬. দেখুন: জাতিসংঘের 'আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী সনদ' গ্রহণকালীন সাধারণ পরিষদে কফি আনানের বক্তব্য, ২০০৩: ওয়েবসাইটে ৪ নভেম্বর ২০০৯ থেকে পাওয়া যাচ্ছে। *www.unis.unvienna.org/unis/pressrels/2003/ga10199.html*

৭. আইএলও, গ্লোবাল এমপ্লয়মেন্ট ট্রেন্ডস ফর ইয়ুথস (জেনেভা: আইএলও, অক্টোবর ২০০৮)। www.ilo.org

৮. দুর্নীতি বিনিয়োগকারীদের অনাকর্ষিত করে, সরকারি ব্যয়ের উৎপাদনশীলতাকে হ্রাস করে, সম্পদের বণ্টনকে বিকৃত করে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে হ্রাস করে। দেখুন: এ. ড্রিহার এন্ড টি. হার্জফেল্ড, দ্যা ইকোনমিক কস্ট অব করাপশন: এ সার্ভে এন্ড নিউ এভিডেন্স (ওয়াশিংটন, ডিসি: ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, ২০০৫)। *http://129.3.20.41/eps/pe/papers/0506/0506001.pdf*

৯. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে ইউরোপিয়ান ইয়ুথ ফোরাম একটি সংগঠিত শিক্ষা প্রক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত করেছে যা কিনা মূলধারার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার পাশাপাশি গ্রহণ করা হয়। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেবল সনদপত্র নির্ভর নয়। ব্যক্তি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে অংশগ্রহণ করে এবং এর ফলে ব্যক্তি শিক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। দেখুন: ইওয়াইএফ, নন-ফরমাল এডুকেশন: এ ফ্রেমওয়ার্ক ফর ইনডিকেটিং এন্ড এশিউরিং কোয়ালিটি। ০০০৯-০৮ পলিসি পেপার (ব্রাসেলস: ইওয়াইএফ, ২০০৮)।

১০. কে. জে. পিটম্যান, 'ব্যালেন্সিং দ্যা ইকুয়েশন: কমিউনিটিস সাপোর্টিং ইয়ুথ, ইয়ুথ সাপোর্টিং কমিউনিটিস', সিওয়াইডি জার্নাল (উইন্টার ২০০০)। *www.cydjournal.org/2000Winter/pittman.html*

১১. টেকিং ইট গ্লোবাল। ওয়েবসাইট। অরগানাইজেশন প্রোফাইল। ওয়েবসাইটে ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৯ থেকে পাওয়া যাচ্ছে। *http://orgs.tigwed.org/28191*

১২. দেখুন: অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল,'ইয়ুথ-এ্যাকটিভিসম-এনগেইজমেন্ট-পার্টিসিপেশন: গুড প্র্যাকটিসেস এন্ড অ্যাসেনসিয়াল স্ট্র্যাটেজিস ফর ইমপ্যাক্ট'। ওয়েব ডকুমেন্ট অনলাইনে পাওয়া যাচ্ছে ২ নভেম্বর ২০০৯ থেকে। *www.amnestyusa.org/document.php?id=engact760032006&lang=e*. আরও দেখুন: এফ.এ. ভিললাররুয়েল, ডি. এফ. পারকিনস, এল. এম. বোরডেন,এন্ড জে. জি. কিথ (), কমিউনিটি ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট: প্রোগ্রামস, পলিসিস এন্ড প্র্যাকটিস (থাউজেন্ড ওকস, সিএ: সেজ পাবলিকেশনস, ২০০৩); এম. কারগো, জি. জামর্স, জে. ওটটসন, পি. ওর্য়াড এন্ড এল. গ্রিন,'ইমপাওয়ারমেন্ট এস ফস্টারিং পজিটিভ ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট এন্ড সিটিজেনশিপ', জার্নাল অব হেলথ বিহেবিয়ার, ২৭, এস৬৬-এস৭৯(২০০৩); বি. চেকোওয়ে, কে. রিচার্ডস-সকাস্টার, এস. আব্দুলাহ, এম. এরাগন, ই. ফেসিও, এল. ফিগিওরোয়া, এল.ই. রেডি, এম. ওয়েলস এন্ড এ. হোয়াইট,'ইয়ং পিউপল এস কমপিটেন্ট সিটিজেনস', কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট জার্নাল, ২৮,২৯৮-৩০৯ (২০০৩); কে.জে. পিটমান, ব্যালেন্সিং দ্যা ইকিউশন: কমিউনিটিস সার্পোটিং ইয়ুথ, ইয়ুথ সার্পোটিং কমিউনিটিস', সিওয়াইডি জার্নাল (উইন্টার ২০০০). *www.cydjournal.org/2000winter/pittman.html*

১৩. দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে তরুণদের অংশগ্রহণের 'তরুণদের যুক্ত করার ধাপ' প্রস্তাবটি ওসিএএসএ-র আনা কোরলিনা গোন্‌জালেস ইসপিনোসা নিয়ে আসেন। দেখুন: ওয়ার্কশপ ৪.৭ ইয়ুথ ইন্টেগ্রিটি: ইথিক্যাল ইনফ্রস্ট্রাকচার ফর এ সাসটেইনেবল ফিউচার', ১৩তম আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী সম্মেলন (আইএসিসি), এথেন্স, গ্রীস, ৩০ অক্টোবর-২ নভেম্বর ২০০৮। *www.13iacc.org/en/IACCWorkshops/Workshop4.7* দ্যা ডায়াগ্রাম ইজ এডপটেড ফরম: কে. পিটমান, এস. মাটিন এন্ড এ. উইলিয়ামস, কোর প্রিন্সিপাল ফর এনগেইজিং ইয়ং পিউপল ইন কমিউনিটি চেইঞ্জ।(ওয়াশিংটন ডি.সি. দ্যা ফোরাম ফর ইয়ুথ ইনভেস্টমেন্ট, জুলাই ২০০৭)।

১৪. ছকে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা হতে কম কাঠামোগত দেখানো হয়েছে এবং প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা হতে দেখা যায় যে, এটি পরিকল্পনামাফিক বা সংগঠিতভাবে পরিচালিত হয় না। কেলিস, ল্যাং, মিইটাস এবং টিপুলা, 'নন-ফরমাল এডুকেশন ডিসকাশন পেপারস' (ইস্ট ল্যানসিং: ১৯৭৩, পৃষ্ঠা-৩-৬) এ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সম্পর্কে বলেন, এটি হচ্ছে সনাতনী শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরে একটি শিক্ষা ব্যবস্থা যা কিনা শিক্ষণকে গুরুত্ব দেয় কিন্তু বিদ্যালয়ের অন্যান্য সনাতনী বিষয়গুলোকে এড়িয়ে চলে (নাম ডাকা, প্রতিবেদন লিখা ইত্যাদি)। পাওয়া যাবে: এ. ইটলিং, "হোয়াট ইজ নন-ফরমাল এডুকেশন?", জার্নাল অব এগরিকালচারাল এডুকেশন (উইন্টার ১৯৯৩), পৃষ্ঠা-৭৩।

১৫. ইউ৪ হেল্প ডেস্ক, 'দ্যা ইমপ্যাক্ট অব স্ট্রেংদেনিং সিটিজেন ডিমান্ড ফর এন্টি করাপশন রিফরম' সম্পর্কে উত্তর প্রদান করেন ইউ৪-এর দক্ষ কর্মী (বারজেন, নরওয়ে: ইউ৪ এন্টি করাপশন রিসোর্স সেন্টার, জুলাই ২০০৮)। *www.u4.no/helpdesk/ helpdesk/query.cfm?id=172.*

১৬. দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে তরুণ সমাজের সনদ। পাওয়া যাবে: *http://msib.omsar.gov.ib/NR/rdonlyres/1785BB52-1DOC-4E01-A79AC60B02DF9F3C/0/FightingCorruption3Languages.pdf*. আরও দেখুন : কে. পিটমান,'ব্যালেন্সিং দ্যা ইকুয়েশন: কমিউনিটিস সাপোর্টিং ইয়ুথ, ইয়ুথ সাপোর্টিং কমিউনিটিস', সিডিওয়াই জার্নাল (উইন্টার ২০০০)।

১৭. কে. পিটমান, এস. মার্টিন এন্ড এ. উইলিয়ামস, কোর প্রিন্সিপালস ফর এনগেজিং ইয়ং পিউপল ইন কমিউনিটি চেইঞ্জ।(ওয়াশিংটন ডি.সি.: দ্যা ফোরাম ফর ইয়ুথ ইনভেস্টমেন্ট, জুলাই ২০০৭)।

১৮. এই শ্রেণীটির শিরোনাম দেওয়া হয়, দুর্নীতির বিরুদ্ধে নৈতিকতার উন্নয়ন'। আরও দেখুন: সি. ওলাইচিয়া ওয়াই জি. এনজেল, ¿ ওয়াই ভোস, কুই? হেরামিনটা পেডাগোগিকা পারা লা এসাইনাটুরা ডি ফরমাসিয়ন ইটিকা ওয়াই সিউডাডানা (বিউনোস) এইরিস: আর্জেন্টিনার দুর্নীতি দমন কমিশন, ২০০৯। *www.anticorrupcion.gov.ar/documentos/Guia%20cuadernillo%20docente.pdf.*

১৯. দেখুন: টিআই - কোরিয়া, ইয়ুথ ইন্টেগ্রিটি ইনডেক্স: রিপোর্ট অব ২০০৮ পাইলট সার্ভে (সিউল, সাউথ কোরিয়া: টিআই-কোরিয়া, ২০০৮)।

২০. টিআই লিথুয়ানিয়া এবং এর কর্মসূচি সম্পর্কে আরও তথ্য পাওয়ার জন্য দেখুন: *www.transparency.lt*

© ২০০৯ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক সকল স্বত্ব সংরক্ষিত।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) হচ্ছে একটি সুশীল সমাজের সংগঠন যা কিনা বিশ্বব্যাপী দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। এই প্রতিষ্ঠান বিশ্বব্যাপী ৯০টির বেশি চ্যাপ্টার এবং জার্মানির বার্লিনে একটি আন্তর্জাতিক সেক্রেটারিয়েট এর মাধ্যমে দুর্নীতির ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করে চলেছে এবং সরকার, ব্যবসায়ী ও সুশীল সমাজের সাথে দুর্নীতি মোকাবেলায় কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করার বিষয়ে সম্মিলিতভাবে কাজ করছে। আরও জানতে দেখুন: www.transparency.org

ISSN 1998-6432